কালের কণ্ঠ

তারিখ ..২৮ JUN..2015. ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ......

মন্ত্রণালয়ের একগুঁয়েমিতে দুর্দশায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী

- আজ আবার একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ফল প্রকাশের ঘোষণা
- উৎকণ্ঠায় তিন দিন পার করল শিক্ষার্থী-অভিভাবক
- বিপুল ডাটা হ্যান্ডলিংয়ের অনভিজ্ঞতাই মূল সমস্যা
- বুয়েট ও ঢাকা বোর্ডের কাজে সমন্বয়হীনতা
- এত বড় কাজে ছিল না টেকনিক্যাল কমিটি

শরীফুল আলম সুমন ▷

গত ২৫ জুন রাত সাড়ে ১১টায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ফল প্রকাশের কথা ছিল: কিন্তু সেদিন ফল প্রকাশ করতে পারেনি আন্তশিক্ষা বোর্ড। পরিবর্তিত তারিখ ২৬ জুন রাতেও তা পারেনি তারা। এরপর আবার নতুন সময় নির্ধারণ করা হয় গতকাল শনিবার সকাল ৮টা। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয় বোর্ড। তবে আজ রবিবার আবারও ফল প্রকাশের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর ফল প্রকাশের সময় হিসেবে গভীর রাতকে বেছে নেওয়ায় গত তিন রাত নির্ঘুম কাটাতে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

মন্ত্রণালয়ের একগুঁয়েমিতে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে ১২ লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের। সব মিলিয়ে গভীর সংকটে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যথাসময়ে ফল প্রকাশ করতে না পারায় ছয় বছর পর এবারই শিক্ষাপঞ্জি পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গতকাল পর্যন্ত ফল না দেওয়ায় ১ জুলাই থেকে একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব মো. নজরুল ইসলাম খান গতকাল রাত ৮টায় কালের কণ্ঠকে বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ড. কায়কোবাদ এখন কাজ করছেন। তাঁরা আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, তাঁরা পারবেন। সফটওয়্যারের ত্রুটিগুলো তাঁরা এখন ঠিক করছেন। আশা করছি, আগামীকাল (আজ রবিবার) রাতের আগেই ফল প্রকাশ করতে পারব। তবে আমরা এবার এই প্রক্রিয়ার পর অনেক কিছু বুঝতে পারলাম। আগামীতে আর এ রকম কোনো সমস্যা হবে না। আর যেহেতু ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে দেরি হচ্ছে, তাই প্রয়োজন হলে ভর্তির সময়সীমাও বাড়ানো হবে।'

ঢাকা বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একগুঁয়েমিতেই এই ১২ লাখ শিক্ষার্থীকে দুর্দশায় পড়তে হচ্ছে। প্রথমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যেসব কলেজের আসনসংখ্যা ৩০০-এর ওপরে তারাই শুধু অনলাইন আবেদনের আওতায় আসবে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের একক সিদ্ধান্তে একেবারে শেষ মুহূর্তে সব কলেজকেই অনলাইন ভর্তির আওতায় আনা হয়। প্রায় সারা দেশের তিন হাজার ৭৫৭টি কলেজকে অনলাইনে আনার মতো সব তথ্যও বোর্ডের হাতে ছিল না। তাড়াহুড়া করে তা করতে হয়েছে। এমনকি এত শিক্ষার্থীর ডাটা হ্যান্ডেলিং করার কোনো অভিজ্ঞতাই ঢাকা বোর্ডের ছিল না। ফলে বারবার ফল প্রকাশের সময় ঘোষণা করেও ব্যর্থ হতে হচ্ছে।

ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, কলেজে ভর্তি নীতিমালা চূড়ান্তকরণের দিন ঢাকা বোর্ডের কম্পিউটার বিভাগকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এত বড় কাজ বুয়েটের সহায়তায় তারা করতে পারবে কি না? তাদের এ কাজের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও তারা একবাক্যে হ্যাঁ-সূচক বক্তব্য দিয়েছিল। এ উদ্যোগকে অনেকে স্বাগত জানালেও বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা একবারে সব কলেজকে অনলাইনের আওতায় আনার পক্ষে ছিলেন না।

তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরাও একবারে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রমে আনার বিপক্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. কাজী মুহাইমিন-আস-সাকিব কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মূলত প্রস্তুতির অভাবেই এই সমস্যা হতে পারে। তাদের একবারে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক হয়নি। তিন-চারটি ধাপে সব কলেজকে অনলাইনের আওতায় আনলে কোনো সমস্যাই হতো না। আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অটো সিলেকশন পদ্ধতি চালু করি তখন এটা নিয়ে তিন বছর গবেষণা করেছি। আর বুয়েটও তো এর আগে এত বড় কাজ করেনি। এখন সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের ক্যাপাসিটি এবং একসঙ্গে কত লোক হিট করতে পারে সে লোড সাইটটি নিতে পারবে কি না তা ভালোভাবে দেখতে হবে। ডাটার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে। তবে কোনো কাজেই তাড়াহুড়া করা যাবে না, বড় ডিজাস্টার ঘটতে পারে। ফল প্রকাশের আগে অবশ্যই কয়েকবার টেস্ট করে নিতে হবে।'

প্রথম দিন ব্যর্থ হওয়ার পর গত ২৬ জুন রাতে ফল প্রকাশের ব্যাপারে খুবই আশাবাদী ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগের দিনের মতো ওই দিনই রাত ৩টা পর্যন্ত বুয়েটে ছিলেন শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান। কিন্তু ফল প্রকাশে ব্যর্থ হওয়ায় গতকাল সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত শিক্ষাসচিব ঊর্ধ্বতন সবাইকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। সেখানে ভারত বা সিঙ্গাপুর থেকেও আইটি বিশেষজ্ঞ এনে দ্রুত ফলাফল দেওয়ার পক্ষেও মত দেন কেউ কেউ। তবে সর্বশেষ এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয় বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তিবিদ ও বুয়েটের অধ্যাপক ড. কায়কোবাদকে। তিনি এক দিন সময় নিয়েছেন। সেই হিসেবেই আজ ফল প্রকাশের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রতিদিনই সফটওয়্যারে নতুন নতুন সমস্যা ধরা পড়ছে। ডাটা রান হচ্ছে না। অটো সিলেকশন করা যাচ্ছে না। ফলে মেধাতালিকা অ্যাসেসমেন্ট করা যাচ্ছে না। আবার মাঝেমধ্যে ডাটা বিচ্ছিন্নও হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় প্রোগ্রাম ফেলও দেখাচ্ছে সফটওয়্যার। তবে বারবার ফল প্রকাশে ব্যর্থ হওয়ায় আংশিক ফল প্রকাশের চিন্তাও করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায়, এক বোর্ডের শিক্ষার্থী অন্য বোর্ডে আবেদন করেছে। এতে শুধু পৃথক পৃথক বোর্ডের ফল দেওয়া হলে তাতে আরো বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। অবশেষে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের টেকনিক্যাল টিম এই কাজে অভ্যস্ত না। এ জন্যই আমরা বুয়েটের সহায়তা নিয়েছি। কিন্তু তারাও যদি না পারে, তাহলে আমরা কার কাছে যাব? তবে ড. কায়কোবাদের নেতৃত্বে নতুন টিম কাজ করছে। তারা আমাদের আশ্বস্ত করেছে।'

জানা যায়, তিনবার ফল প্রকাশে ব্যর্থ হওয়ায় প্রকাশ পেয়েছে বুয়েট ও ঢাকা বোর্ডের কাজের সমন্বয়হীনতা। গতকালের বৈঠকে পরস্পরকে দোষারোপও করা হয়েছে। এ ছাড়া এত বড় কাজের জন্য বাইরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কোনো টেকনিক্যাল কমিটিও করেনি ঢাকা বোর্ড। তারা আগে সর্বোচ্চ তিন-চার লাখ শিক্ষার্থীর রেকর্ড হ্যান্ডেলিং করেছে। এত বড় কাজের কোনো অভিজ্ঞতাই তাদের ছিল না। আর ফল প্রকাশের আগে তারা একাধিকবার টেস্টও করে নেয়নি। তাই ফল প্রকাশের কাজে অবহেলার দায়ে ঢাকা বোর্ডের তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিতে যাচ্ছে মন্ত্রণালয়।

ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, প্রথম মেধাতালিকায় নির্বাচিত কলেজে ভর্তীচ্ছুদের আগামী ২৭ থেকে ৩০ জুনের মধ্যে ভর্তি হওয়ার নির্দেশনা ছিল। এভাবে প্রায় চার ধাপে ১৩ জুলাই ভর্তির শেষ তারিখ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ২৭ জুলাই পর্যন্ত ফল প্রকাশই সম্ভব হয়নি। আর ২৮ জুলাই ফল প্রকাশিত হলেও ভর্তি শুরু করতে হবে ২৯ জুলাই থেকে। এভাবে সব তারিখই পেছাতে হবে। আর প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশেই এত সমস্যা হওয়ায় পরে মেধাতালিকাগুলোতেও যে সমস্যা হবে না সে নিশ্চয়তাও দিতে পারছে না কেউ।